হযরত নূহ ‘আলাইহিস সালাম

মুফতী মনসূরুল হক

মাকতাবাতুল মানসূর
www.darsemansoor.com
www.islamijindegi.com

GET IT ON Google Play
Download From App Store

সূচীপত্র

নূহ ‘আলাইহিস সালামের কওমের প্রতি, আল্লাহর নাফরমানীর শাস্তি
সর্বপ্রথম মূর্তিপূজারি জাতি
যেভাবে মূর্তিপূজার সূচনা হলো
কওমের প্রতি নূহ ‘আলাইহিস সালামের দাওয়াত
দাওয়াত প্রত্যাখ্যান
নবী মানুষের মধ্য থেকেই হবেন
হক অর্থসম্পদের সাথে সম্পৃক্ত নয়
কওমে নুহের প্রতি আল্লাহর আযাব
যেভাবে আযাব এলো
ঘটনা থেকে শিক্ষা

باسمہ تعالیٰ

নূহ ‘আলাইহিস সালামের কওমের প্রতি, আল্লাহর নাফরমানীর শাস্তি

আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেন,

لَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا اِلٰى قَوْمِهٖ فَقَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ؕ اِنِّيْۤ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ○ قَالَ الْمَلَاُ مِنْ قَوْمِهٖۤ اِنَّا لَنَرٰىكَ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ○ قَالَ يٰقَوْمِ لَيْسَ بِيْ ضَلٰلَةٌ وَّلٰكِنِّيْ رَسُوْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ○

অর্থঃ নিশ্চয় আমি নূহকে তার সম্প্রদায়ের প্রতি পাঠিয়েছি। তিনি বললেন, হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো। তিনি ছাড়া তোমাদের কোন ইলাহ নেই। আমি তোমাদের ব্যাপারে একটি মহাদিবসের শাস্তির আশঙ্কা করছি। তার সম্প্রদায়ের সরদাররা বললো, আমরা আপনাকে প্রকাশ্য পথভ্রষ্টতার মাঝে দেখতে পাচ্ছি। তিনি বললেন, হে আমার সম্প্রদায়, আমার মধ্যে কোন ভ্রান্তি নেই। বরং আমি বিশ্বপ্রতিপালকের রাসূল। (সূরা আ‘রাফ, আয়াত: ৫৯-৬১)

সর্বপ্রথম মূর্তিপূজারি জাতি

উল্লিখিত আয়াতসমূহে হযরত নূহ ‘আলাইহিস সালামের উম্মতের অবস্থা ও নূহ ‘আলাইহিস সালামের সাথে তাদের সংলাপের কথা বর্ণনা করা হয়েছে।

নবী-আগমনের ধারাবাহিকতায় হযরত আদম ‘আলাইহিস সালাম যদিও সর্বপ্রথম নবী, কিন্তু তার আমলে ঈমানের সাথে কুফর ও

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

গোমরাহীর মোকাবেলার পর্যায় ছিল না। এ ব্যাপারে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা.-এর বর্ণনায় এক হাদীসে এসেছে,

كَانَ بَيْنَ اٰدَمَ وَنُوْحٍ عَشَرَةُ قُرُوْنٍ كُلُّهُمْ عَلَى الْإِسْلَامِ.

অর্থঃ আদম ‘আলাইহিস সালাম ও নূহ ‘আলাইহিস সালামের মাঝখানে এমন দশ শতাব্দী অতিক্রান্ত হয়েছে, যাদের সকলেই তাওহীদে বিশ্বাসী ছিল।

বস্তুত পৃথিবীর বুকে সর্বপ্রথম নূহ ‘আলাইহিস সালামের সম্প্রদায়ই মূর্তিপূজায় লিপ্ত হয়। তাই তার যামানা থেকেই ঈমান ও কুফরের সাথে মোকাবেলার পর্যায় আসে। নিম্নোক্ত আয়াতে সেদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে,

كَانَ النَّاسُ اُمَّةً وَّاحِدَةً ۟ فَبَعَثَ اللّٰهُ النَّبِيّٖنَ مُبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ ۪ وَ اَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيْمَا اخْتَلَفُوْا فِيْهِ

অর্থঃ সকল মানুষ একই জাতিসত্তার অন্তর্ভুক্ত ছিল। অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা পয়গামবর পাঠালেন সুসংবাদদাতা ও ভীতিপ্রদর্শনকারী হিসাবে। আর তাদের সাথে অবতীর্ণ করলেন সত্য কিতাব। যাতে মানুষের মাঝে বিতর্কমূলক বিষয়ে মীমাংসা করতে পারেন। (সূরা বাকারা, আয়াত: ২১৩)

বলা হয়, হযরত আদম ‘আলাইহিস সালামের শরী‘আতের অধিকাংশ বিধানই পৃথিবী আবাদকরণ ও মানবীয় প্রয়োজনাদির সাথে সম্পৃক্ত ছিল। কুফর বা কাফেরদের তখন অস্তিত্ব ছিল না। কুফর ও শিরকের সাথে ঈমানের প্রতিদ্বন্দ্বিতা হযরত নূহ ‘আলাইহিস সালামের আমল থেকেই শুরু হয়।

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

আর রিসালাত ও শরী'আতের দিক দিয়ে হযরত নূহ 'আলাইহিস সালামই জগতের প্রথম রাসূল। এ ব্যাপারে মুসলিম শরীফের শাফা'আত অধ্যায়ে হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত লম্বা এক হাদীসে হযরত নূহ 'আলাইহিস সালামকে সর্বপ্রথম রাসূল বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। বলা হয়েছে,

يَا نُوحُ أَنْتَ أَوَّلُ الرُّسُلِ إِلَى الْأَرْضِ

অর্থঃ হে নূহ, আপনি ভূপৃষ্ঠের সর্বপ্রথম রাসূল।

এ ছাড়া মহাপ্লাবনে সারা পৃথিবী ডুবে যাওয়ার পর যারা প্রাণে বেঁচে ছিল, তারা ছিল হযরত নূহ 'আলাইহিস সালাম ও তার নৌকায় অবস্থিত সঙ্গী-সাথী। তাদের দিয়েই পৃথিবী নতুনভাবে আবাদ হয়েছে। এ কারণেই হযরত নূহ 'আলাইহিস সালামকে "ছোট আদম" বলা হয়। আর তাই তো পবিত্র কুরআনের উল্লিখিত আয়াতসমূহে পয়গামবরগণের কাহিনী বর্ণনার সূচনা তার দিয়েই করা হয়েছে।

এই কাহিনীতে সাড়ে নয়শ বছরের সুলম্বা হায়াতে হযরত নূহ 'আলাইহিস সালামের নবীসুলভ চেষ্টা-প্রচেষ্টা, উম্মতের বিরুদ্ধাচরণ এবং পরিণতিতে গুটিকতক ঈমানদার ছাড়া অবশিষ্ট সবার প্লাবনে ডুবে যাওয়ার বিষয় বর্ণিত হয়েছে। এর বিস্তারিত বিবরণ নিম্নরূপঃ

হযরত নূহ 'আলাইহিস সালাম হযরত আদম 'আলাইহিস সালামের অষ্টমপুরুষ। কোন কোন বর্ণনায় এসেছে, তিনি হযরত আদম 'আলাইহিস সালামের পুত্র হযরত শীস 'আলাইহিস সালামের বংশধর ছিলেন। হযরত নূহ 'আলাইহিস সালামের

আসল নাম "শাকির"। কোন কোন রেওয়ায়াতে "সাকান" এবং কোন কোন বর্ণনায় "আবদুল গাফফার" নাম বর্ণিত হয়েছে।

এ ব্যাপারে বিভিন্ন বর্ণনা পাওয়া যায় যে, হযরত নূহ 'আলাইহিস সালামের যুগটি হযরত ইদরীস 'আলাইহিস সালামের আগে ছিল না, বরং পরে ছিলো। তবে অধিকাংশ সাহাবীর মতে, হযরত নূহ 'আলাইহিস সালাম ইদরীস 'আলাইহিস সালামের আগে ছিলেন। (আল বাহরুল মুহীত)

মুসতাদরাকে হাকিমে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, নূহ 'আলাইহিস সালাম চল্লিশ বছর বয়সে নবুওয়্যাতপ্রাপ্ত হন এবং প্লাবনের পর ষাট বছর জীবিত ছিলেন।

নূহ 'আলাইহিস সালামের সম্প্রদায় ইরাকে বসবাসরত ছিল এবং তারা বাহ্যত সভ্য জাতি হলেও তারাই পৃথিবীতে মূর্তিপূজার সূচনা ও প্রচলন ঘটিয়েছিল।

যেভাবে মূর্তিপূজার সূচনা হলো

হযরত নূহ 'আলাইহিস সালামের কওমের মূর্তিপূজার সূচনার ঘটনা হলো, তারা পরস্পরে এই অঙ্গীকারে আবদ্ধ হয়েছিল যে, আমরা আমাদের দেব-দেবী, বিশেষত নিম্নোক্ত এই পাঁচ প্রতিমার উপাসনা ত্যাগ করবো না। ১. ওয়াদ্দ (وَدٌّ)। ২. সুওয়া (سُوَاعٌ)। ৩. ইয়াগুস (يَغُوْثُ)। ৪. ইয়াউক (يَعُوْقُ)। ৫. নাসর (نَسْرٌ)।

ইমাম বাগাবী রহ. বর্ণনা করেন, এই পাঁচজন প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তা'আলার নেক ও খাস বান্দা ছিলেন। তাদের সময়কাল ছিল

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

হযরত আদম ও হযরত নূহ ‘আলাইহিস সালামের যমানার মাঝামাঝি। তাদের অনেক ভক্ত ও অনুসারী ছিল। তাদের ইন্তেকালের পর তাদের অনুসারীরা লম্বা সময় পর্যন্ত আল্লাহ তা‘আলার ইবাদত ও হুকুম-আহকামের প্রতি আনুগত্য অব্যাহত রাখে।

অতঃপর এক সময় শয়তান তাদের এই বলে প্ররোচিত করলো, তোমরা যেসব নেক বান্দার পদাঙ্ক অনুসরণ করে ইবাদত করো, যদি তাদের মূর্তি তৈরি করে সামনে রেখে নিতে পারো, তা হলে তোমাদের উপাসনা পূর্ণতা লাভ করবে এবং বিনয় ও একাগ্রতা অর্জিত হবে। তারা শয়তানের ধোঁকায় পড়ে মূর্তি তৈরি করে ইবাদতখানা তৈরী করলো এবং তাদেরকে স্মরণ করে ইবাদতে বিশেষ আনন্দ অনুভব করতে লাগল।

এই অবস্থায়ই তাদের সবাই দুনিয়া থেকে বিদায় নিলো। তারা অবশ্য ঐসব মূর্তি বা প্রতিমার কখনোই পূজা করতো না। কিন্তু তাদের মৃত্যুর পর সম্পূর্ণ নতুন এক বংশধর তাদের জায়গায় এলো। তারা এগুলোর হাকিকত জানতো না।

এবার শয়তান এসে এই নতুন প্রজন্মকে বুঝাল, তোমাদের পূর্বপুরুষদের খোদা ও উপাস্য ছিল মূর্তি ও প্রতিমা। তারা দুনিয়া ও আখিরাতের কামিয়াবীর লক্ষ্যে এসব মূর্তি ও প্রতিমারই উপাসনা করতো। তখন নতুন প্রজন্ম শয়তানের এসব কথা বিশ্বাস করলো এবং সেসব মূর্তি ও প্রতিমার পূজা শুরু করলো। তখন থেকেই পৃথিবীতে প্রতিমাপূজার সূচনা ঘটল।

কওমের প্রতি নূহ ‘আলাইহিস সালামের দাওয়াত

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

হযরত নূহ ‘আলাইহিস সালাম সেই সম্প্রদায়কে শিরক ও মূর্তিপূজা ত্যাগ করে এক আল্লাহর ইবাদত করতে এবং অত্যাচার-অনাচার ত্যাগ করে ন্যায় ও সত্যের পথ ধরার দাওয়াত দিলেন। কুরআনুল কারীমের নিম্নোক্ত আয়াতে এ কথাই ব্যক্ত হয়েছে,

فَقَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ

অর্থঃ তিনি বললেন, হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো। তিনি ছাড়া তোমাদের কোন ইলাহ নেই। (সূরা আ‘রাফ, আয়াত: ৫৯)

এখানে প্রথম বাক্যে আল্লাহর ইবাদতের প্রতি দাওয়াত দেওয়া হয়েছে। এটাই মূলনীতি। দ্বিতীয় বাক্যে শিরক ও কুফর থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে। এটি এই সম্প্রদায়ের মধ্যে মহামারীর আকারে ছড়িয়ে পড়েছিল।

হযরত নূহ ‘আলাইহিস সালাম দীর্ঘ সাড়ে নয়শত বছর তাদের মাঝে অবস্থান করেছিলেন এবং তাদের সৎপথে আনার আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তাদের মধ্যে অল্প সংখ্যক লোকই কেবল ঈমান এনেছিল। কোন কোন বর্ণনামতে, মাত্র চল্লিশজন পুরুষ ও চল্লিশজন মহিলা তার দাওয়াতে সাড়া দিয়ে ঈমান এনেছিল।

হযরত নূহ ‘আলাইহিস সালাম তার কওমকে দাওয়াত দিতে গিয়ে বললেন, তোমরা ঈমান এনে বিগত গুনাহর জন্য আল্লাহ তা‘আলার কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করো। যদি তোমরা ঈমান এনে খাঁটি দিলে তাওবা করো তা হলে এর বিনিময়ে তোমরা পরকালে তো মুক্তি পাবেই আবার দুনিয়ার যিন্দেগীতেও তোমাদের জন্য আল্লাহ তা‘আলার নিয়ামত ও অনুগ্রহের দরজা খুলে দেয়া হবে। কিন্তু

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

হতভাগার দল নবীর এ কথার প্রতি কর্ণপাত করলো না। বরং ক্রমশ তারা নাফরমানীর দিকেই ধাবিত থেকে থাকল।

হযরত নূহ ‘আলাইহিস সালাম তাদের এক পুরুষের ঈমানের ব্যাপারে নিরাশ হয়ে দ্বিতীয় পুরুষের ঈমানের ব্যাপারে আশাবাদী হতেন। দ্বিতীয় পুরুষের পর তৃতীয় পুরুষের ব্যাপারেও এমনি আশাবাদী হয়ে তিনি কর্তব্যপালনে লিপ্ত থাকতেন। কারণ, তাদের পুরুষানুক্রমিক বয়স হযরত নূহ ‘আলাইহিস সালামের বয়সের মতো এতটা লম্বা ছিল না। মুজিযা হিসাবে তিনি লম্বা হায়াত পেয়েছিলেন।

কিন্তু যখন সেই সম্প্রদায়ের একের পর এক পুরুষ অতিক্রান্ত হতে থাকে এবং প্রত্যেক ভবিষ্যৎ পুরুষ বিগত পুরুষ অপেক্ষা আরো বেশী অপরাধী প্রমাণিত হতে থাকে, তখন হযরত নূহ ‘আলাইহিস সালাম সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা‘আলার দরবারে অভিযোগ করে বললেন,

قَالَ رَبِّ اِنِّیۡ دَعَوۡتُ قَوۡمِیۡ لَیۡلًا وَّ نَهَارًا ۙ○ فَلَمۡ یَزِدۡهُمۡ دُعَآءِیۡۤ اِلَّا فِرَارًا ○

অর্থঃ হে আমার পালনকর্তা, আমি আমার সম্প্রদায়কে দিবা-রাত্রি দাওয়াত দিয়েছি। কিন্তু আমার দাওয়াত তাদের পলায়নকেই বাড়িয়েছে। (সূরা নূহ, আয়াত: ৫- ৬)

হযরত নূহ ‘আলাইহিস সালাম আরো বললেন, হে পরওয়ারদিগার, দলবদ্ধভাবে ও পৃথক পৃথকভাবে, প্রকাশ্যে ও সংগোপনে সর্বোতভাবে তাদের দীনের পথে আনার চেষ্টা করেছি। কখনও আযাবের ভয় দেখিয়েছি, কখনও জান্নাতের নিয়ামতরাজির লোভ দেখিয়েছি। আরো বলেছি, ঈমান ও সৎকর্মের বরকতে আল্লাহ তা‘আলা তোমাদের দুনিয়াতেও সুখ-

স্বাচ্ছন্দ্য দান করবেন। আর পরকালে জান্নাতের মহানিয়ামত তো রয়েছেই। কখনও তাদের আপনার (আল্লাহ তা'আলার) কুদরতের নিদর্শনাবলী পেশ করে বুঝিয়েছি। কিন্তু তারা কিছুতেই কর্ণপাত করলো না। বরং তারা আমাকে পথভ্রষ্ট মনে করলো।

এ সম্পর্কে এক আয়াতে এভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে,

قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهٖٓ اِنَّا لَنَرٰىكَ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ○

অর্থঃ তার সম্প্রদায়ের সরদাররা বললো, আমরা আপনাকে প্রকাশ্য পথভ্রষ্টতার মাঝে দেখতে পাচ্ছি। (সূরা আ'রাফ, আয়াত: ৬০)

দাওয়াত প্রত্যাখ্যান

مَلَأٌ শব্দের অর্থ সম্প্রদায়ের সরদার অথবা সমাজের মোড়ল বা নেতা। আয়াতে বলা হয়েছে, হযরত নূহ 'আলাইহিস সালামের দাওয়াতের জবাবে সম্প্রদায়ের প্রধানরা বললো, আমরা মনে করি, আপনি প্রকাশ্য ভ্রান্তিতে আছেন। কারণ, আপনি আমাদের বাপ-দাদার ধর্ম ছেড়ে দিতে বলছেন। কিয়ামতের দিন পুনরায় জীবিত হওয়া, প্রতিদান ও শাস্তি ইত্যাদি কুসংস্কার বৈ নয়। (নাউযুবিল্লাহ)।

এহেন পীড়াদায়ক ও কষ্টদায়ক কথাবার্তার জবাবে নূহ 'আলাইহিস সালাম নবীসুলভ ভাষায় যা বললেন, তা ধর্মপ্রচারক ও দীনের সংস্কারকদের জন্য একটি উজ্জ্বল শিক্ষা ও হিদায়াতের আলোকবর্তিকা হয়ে রয়েছে। চরম উত্তেজনার মুহূর্তেও রেগে যাওয়ার পরিবর্তে নরমভাবে তিনি সাদাসিধা ভাষায় তাদের

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

সন্দেহ দূর করার চেষ্টা করেন, যা এই আয়াতে এভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে,

قَالَ يٰقَوْمِ لَيْسَ بِيْ ضَلٰلَةٌ وَّلٰكِنِّيْ رَسُوْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ○ اُبَلِّغُكُمْ رِسٰلٰتِ رَبِّيْ وَ اَنْصَحُ لَكُمْ وَاَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ○

অর্থঃ তিনি বললেন, হে আমার সম্প্রদায়, আমার মধ্যে কোন পথভ্রষ্টতা নেই। (তবে আমি তোমাদের মতো পৈতৃক ধর্মের অনুসারী নই।) বরং আমি বিশ্ব পালনকর্তার পক্ষ থেকে পয়গামবর। আমি তোমাদের নিকট আমার প্রতিপালকের পয়গাম পৌঁছাই এবং তোমাদের সদুপদেশ দিই আর আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে এমন সব বিষয় জানি, যেগুলো তোমরা জানো না। (সূরা আ'রাফ, আয়াত: ৬১-৬২)

তিনি বললেন, এই পয়গামে আপনাদেরই মঙ্গল। এতে না আল্লাহর কোন লাভ আছে এবং না আমার কোন স্বার্থ আছে।

অতঃপর সেই মুশরীকরা হযরত নূহ 'আলাইহিস সালামের নবুওয়্যাত ও রিসালাতের উপর আপত্তি পেশ করলো,

مَا نَرٰكَ اِلَّا بَشَرًا مِّثْلَنَا

অর্থঃ আমরা তো দেখি, আপনিও আমাদের মতো মানুষ। (সূরা হুদ, আয়াত: ২৭)

তারা বললো, আপনি আমাদের মতো পানাহার করেন, হাট-বাজারে যাতায়াত করেন, নিদ্রা যান, জাগ্রত হন, সবকিছু স্বাভাবিকভাবে আমাদের মতোই করেন। তা সত্ত্বেও আপনি নিজেকে আল্লাহর প্রেরিত রাসূল ও বার্তাবাহক বলে যেই অস্বাভাবিক দাবি তুলেছেন, তা আমরা কিরূপে মানতে পারি?

নবী মানুষের মধ্য থেকেই হবেন

তারা মনে করতো, আল্লাহর পক্ষ থেকে রাসূলরূপে প্রেরিত হওয়া কোন মানুষের পক্ষে সমীচীন নয়। বরং তাদের ফেরেশতা হওয়া বাঞ্ছনীয়। যেন তার বিশেষত্ব সবাই ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় মানতে বাধ্য হয়। এর উত্তরে হযরত নূহ 'আলাইহিস সালাম যে সারগর্ভ বর্ণনা দিলেন, সত্যিই তা প্রণিধানযোগ্য। হযরত নূহ 'আলাইহিস সালাম বললেন,

اَوَعَجِبْتُمْ اَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَلٰى رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوْا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ○

অর্থঃ তোমরা কি এ ব্যাপারে বিস্মিত যে, তোমাদের পালনকর্তার পয়গাম তোমাদেরই মধ্য থেকে একজনের মাধ্যমে তোমাদের কাছে এসেছে, যাতে তিনি তোমাদের ভীতিপ্রদর্শন করেন এবং যাতে তোমরা ভীত হও আর যাতে তোমরা অনুগ্রহপ্রাপ্ত হও? অর্থাৎ তার ভীতি প্রদর্শনের ফলে তোমরা হুঁশিয়ার হয়ে বিরুদ্ধাচরণ ত্যাগ করো, যার ফলে তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ নাযিল হবে। (সূরা আ'রাফ, আয়াত: ৬৩)

একথা বলে তিনি বুঝালেন, মানুষকে রাসূল করা কোন বিস্ময়কর ব্যাপার নয়। প্রথমত তা আল্লাহ তা'আলার সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীন। তিনি যাকে ইচ্ছা রিসালাত দান করবেন। এতে কারো টু শব্দটি করার অধিকার নেই।

এ ছাড়া আসল ব্যাপার চিন্তা করলেও বোঝা যায়, সাধারণ মানুষের প্রতি রিসালাতের উদ্দেশ্য মানুষের মাধ্যমেই পূর্ণ হতে পারে। ফেরেশতাদের দিয়ে এই উদ্দেশ্য সাধিত হতে পারে না।

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

কারণ, রিসালাতের আসল লক্ষ্য হচ্ছে মানবজাতিকে আল্লাহর আনুগত্য ও ইবাদতে প্রতিষ্ঠিত করা এবং তার নির্দেশাবলীর বিরোধিতা থেকে রক্ষা করা। এটা তখনই সম্ভব হবে যখন মানুষের মধ্য থেকেই এক ব্যক্তি আদর্শ হয়ে তাদের দেখিয়ে দিবেন, মানবিক কামনা-বাসনার সাথে কীভাবে আল্লাহ তা'আলার আনুগত্য ও ইবাদত-বন্দেগী করতে হবে। পক্ষান্তরে কোন ফেরেশতা এই দাওয়াত নিয়ে এলে এবং নিজের দৃষ্টান্ত মানুষের সামনে তুলে ধরলে, মানুষের মাঝে বাহ্যত এই আপত্তি থেকে যেতে পারে যে, ফেরেশতারা মানবিক প্রবৃত্তি থেকে মুক্ত, তাদের ক্ষুধা-তৃষ্ণা এবং নিদ্রা ও বিশ্রাম কিছুই নেই। এমতাবস্থায় আমরা তাদের মতো হবো কেমন করে?

কিন্তু নিজেদেরই এক ব্যক্তি যখন সব মানবিক প্রবৃত্তি ও বৈশিষ্ট্য থাকা সত্ত্বেও আল্লাহর নির্দেশাবলীর পূর্ণ আনুগত্য প্রদর্শন করবেন, তখন তাদের কোন অজুহাত থাকতে পারে না। এদিকে ইঙ্গিত করেই বলা হয়েছে, لِيُنْذِرَكُمْ وَلِيَتَّقُوْا "যেন মানবিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ব্যক্তির ভীতিপ্রদর্শনে প্রভাবিত হয়েই মানুষ ভীত ও মুত্তাকী হতে পারে।" কারো সত্তার প্রভাবে ভয় পেয়ে নয়। আর এটা ফেরেশতাদের দিয়ে সম্ভব নয়। কারণ, তখন তাদের সত্তার কারণেই মানুষ ভীত হয়ে পড়বে।

উপরোক্ত আলোচনার মাধ্যমে স্পষ্ট বোঝা গেল, কোন ফেরেশতাকে নবীরূপে পাঠানো হয়নি কেন? কারণ, ফেরেশতাগণ অসাধারণ শক্তি ও ক্ষমতাসম্পন্ন। সব দিক থেকেই তাদের সত্তা মানুষের তুলনায় বৈশিষ্ট্যময়। সুতরাং তাদের দেখলে তো ঈমান আনা বাধ্যতামূলক কাজ হতো। নবীগণের সাথে যেরূপ ধৃষ্টতা ও হঠকারিতা করা হয়েছে, ফেরেশতাগণের সামনে

সেরূপ আচরণ করার কার সাধ্য ছিল? অথচ কোন পরাক্রমশালী শক্তির প্রভাবে বাধ্য হয়ে ঈমান আনা হলে শরী'আতের দৃষ্টিতে তা অগ্রহণযোগ্য। বরং গ্রহণযোগ্য হচ্ছে- ঈমান বিল গাইব অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার প্রবল পরাক্রমশীলতা প্রত্যক্ষ না করেই তার প্রতি ঈমান আনতে হবে। তা হলেই সেই ঈমান গ্রহণযোগ্য হবে।

সুতরাং কোন ফেরেশতা নন, বরং উপযুক্ত মানুষই নবী হওয়ার যোগ্য। আর মানুষের নবী হিসাবে প্রেরিত হওয়া প্রমাণিত হবে- মুজিযা দিয়ে।

সেজন্য নূহ 'আলাইহিস সালাম তার কওমকে এ ব্যাপারে অবগত করানোর বিষয়ে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে,

قَالَ يَا قَوْمِ اَرَاَيْتُمْ اِنْ كُنْتُ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّيْ وَاٰتَانِيْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِهٖ فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ اَنُلْزِمُكُمُوْهَا وَاَنْتُمْ لَهَا كٰرِهُوْنَ○

অর্থঃ হযরত নূহ 'আলাইহিস সালাম বললেন, হে আমার সম্প্রদায়, আচ্ছা বলো, আমি যদি আমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকি এবং তিনি আমাকে নিজ সন্নিধান থেকে রহমত (নবুওয়্যাত) দান করে থাকেন, অতঃপর তা তোমাদের বুঝে না আসে, তবে কি আমি তোমাদের গলদেশে জড়িয়ে দিব? অথচ তোমরা তা অবজ্ঞা করছো! (সূরা হুদ, আয়াত: ২৮)

উপরোক্ত আয়াতে বলা হয়েছে, মানুষ হওয়া নবুওয়্যাত ও রিসালাতের পরিপন্থী নয়। বরং একটু চিন্তা করলেই বোঝা যাবে, মানুষের নবী মানুষ হওয়াই বাঞ্ছনীয়। যেন মানুষ অনায়াসে তার থেকে দীন শিক্ষা করতে পারে, তার আদর্শ ও তরীকা অনুসরণ করতে পারে।

বস্তুত মানুষ ও ফেরেশতার স্বভাব-প্রকৃতির মধ্যে আকাশ-পাতাল ব্যবধান রয়েছে। যদি ফেরেশতাকে নবী হিসাবে পাঠানো হতো, তবে তার কাছে ধর্মীয় আদর্শ ও নিয়ম-নীতি শিক্ষা করা এবং তা পালন করা মানুষের জন্য অনেক কঠিন ও অসম্ভব হত। কেননা, ফেরেশতাদের ক্ষুধা-তৃষ্ণা নেই, নিদ্রা-তন্দ্রার প্রয়োজন হয় না, রিপুর তাড়না নেই। তারা মানবীয় প্রয়োজনাদির সম্মুখীন হন না। অতএব, তারা মানুষের দুর্বলতা উপলব্ধি করে যথাযথ তালিম-তরবিয়ত দিতে পারতেন না এবং তাদের পূর্ণ অনুসরণ করা মানুষের পক্ষে সম্ভব হতো না।

তাই উল্লিখিত আয়াতে বলা হয়েছে, বুদ্ধি-বিবেক প্রয়োগ করলে আপনারাও অনায়াসে উপলব্ধি করতে পারবেন, মানুষ আল্লাহর নবী হতে পারবে না- এমন কোন কথা নেই। তবে আল্লাহর তরফ থেকে তার কাছে এমন কোন অকাট্য প্রমাণ অবশ্যই থাকতে হবে, যা দেখে মানুষ সহজেই বুঝতে পারবে, তিনি আল্লাহর প্রেরিত পয়গামবর। আর এক্ষেত্রে সাধারণ লোকদের জন্য নবীর মুজিযাই তার নবুওয়্যাতের সত্যতার অকাট্য প্রমাণ।

এজন্যই হযরত নূহ ‘আলাইহিস সালাম বলেছেন, আমি আল্লাহর তরফ থেকে স্পষ্ট দলীল, অকাট্য প্রমাণ ও অনুগ্রহ নিয়ে এসেছি। সুষ্ঠুভাবে চিন্তা-বিবেচনা করলে তোমরাও এটা অস্বীকার করতে পারবে না। কিন্তু তোমাদের ঈর্ষা-বিদ্বেষ, তোমাদের দৃষ্টি আচ্ছন্ন ও অন্ধ করেছে। তাই তোমরা অস্বীকার করে বসেছো এবং নিজেদের হঠকারিতার উপর অটল রয়েছো।

আর নবীগণের মাধ্যমে আগত আল্লাহর রহমত জোরজবরদস্তি করে মানুষের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়ার জিনিস নয়- যতক্ষণ পর্যন্ত তারা নিজেরা সেইদিকে আগ্রহী না হয়।

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

এ কথা বলে নূহ ‘আলাইহিস সালাম এই ইঙ্গিত করলেন যে, ঈমানের অমূল্য দৌলত, যা আমি নিয়ে এসেছি, আমার যদি সাধ্য থাকতো, তবে তোমাদের অস্বীকৃতি ও প্রত্যাখ্যান সত্ত্বেও তোমাদের তা দিয়েই দিতাম। কিন্তু এটি আল্লাহর চিরন্তন বিধানের পরিপন্থী। এই মূল্যবান সম্পদ জোর করে কারো মাথায় তুলে দেওয়া যায় না।

এর দ্বারা প্রমাণ হচ্ছে, জোরজবরদস্তি করে কাউকে মুসলমান বানানো কোন নবীর যুগেই বৈধ ও অনুমোদিত ছিল না।

নূহ ‘আলাইহিস সালামের কওম আরো আপত্তি তুলল,

وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ

অর্থঃ আমাদের মধ্যে যারা ইতর ও স্থূল বুদ্ধিসম্পন্ন, তারা ছাড়া কাউকে তো আপনার আনুগত্য করতে দেখি না। (সূরা হুদ, আয়াত: ২৭)

অর্থাৎ তাদের বক্তব্য হচ্ছে, আমরা দেখছি, আপনার প্রতি ঈমান আনয়নকারী এবং আপনার অনুসরণকারী সবাই আমাদের সমাজের সবচেয়ে নিম্নমানের ও নির্বোধ লোক। তাদের মধ্যে কোন সম্ভ্রান্ত, মর্যাদাসম্পন্ন, ভদ্র ও বিশিষ্ট ব্যক্তি দেখি না।

এই উক্তির মধ্যে দুটি দিক রয়েছে। একটি হলো আপনার দাবি যদি সত্য ও সঠিক হতো, তা হলে কওমের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গই সবার আগে তা গ্রহণ করতো। অথচ তারা তা প্রত্যাখ্যান করছে। আর স্থূলবুদ্ধি ও স্বল্পবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিরা তা মেনে নিচ্ছে। এমতাবস্থায় আপনার প্রতি ঈমান আনলে আমরাও আহাম্মকরূপে পরিচিত হবো।

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

দ্বিতীয় দিক হলো, সমাজের নিকৃষ্ট, ইতর ও ছোটলোকগুলো আপনার আনুগত্য স্বীকার করে নিয়েছে। এখন আমরাও যদি আপনার আনুগত্য স্বীকার করি, তবে আমরাও মুসলমান হিসাবে তাদের সমকক্ষ পরিগণিত হব। নামাযের কাতারে ও অন্যান্য মজলিসে তাদের সাথে বরাবরভাবে ওঠা-বসা করতে হবে। ফলে আমাদের আভিজাত্য ও কুলিনতার হানি হবে।

অতএব, এ কাজ আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে তাদের ঈমান কবুল করাটা আমাদের ঈমানের পথে প্রতিবন্ধক। এমতাবস্থায় আপনি যদি ওই সকল গরীব-মিসকীনকে আপনার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দিতে পারেন, তা হলে আমরা আপনার প্রতি ঈমান আনার কথা বিবেচনা করতে পারি।

হক অর্থসম্পদের সাথে সম্পৃক্ত নয়

বাস্তবজ্ঞান বিবর্জিত কওমের জাহেল লোকেরা সামাজিক দরিদ্র ও দুর্বল শ্রেণীকে ইতর ও ছোটলোক সাব্যস্ত করেছিল, যাদের কাছে পার্থিব ধনসম্পদ ও বিত্ত-বৈভব ছিল না। মূলত এটা জাহেলী চিন্তাধারার ফল। বস্তুতপক্ষে ইজ্জত ও জিল্লতী ধনদৌলত ও বিদ্যা-বুদ্ধির অধীন নয়। ইতিহাস ও অভিজ্ঞতা সাক্ষ্য দেয়, সম্পদ ও সম্মানের মোহ একটি নেশার মতো, যা অনেক সময় সত্য ও ন্যায়কে গ্রহণ করার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে সত্য ও ন্যায় থেকে পথচ্যুত করে দেয়। দরিদ্র ও দুর্বলদের সামনে যেহেতু এরূপ কোন অন্তরায় থাকে না, তাই তারাই সবার আগে সত্য ও ন্যায়কে বরণ করতে এগিয়ে আসে।

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

সেই জন্যই প্রাচীনকাল থেকে দরিদ্র-দুর্বলরাই সমসাময়িক নবীগণের উপর সর্বপ্রথম ঈমান এনেছিল। পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহে তা স্পষ্ট উল্লেখ করা হয়েছে।

হযরত নূহ 'আলাইহিস সালাম কওমের লোকদের উক্ত মূর্খতাপ্রসূত ধ্যান-ধারণা খণ্ডন করার জন্য প্রথমত বললেন, কারো ধনসম্পদের প্রতি নবী-রাসূলগণ দৃষ্টিপাত করেন না। তারা নিজেদের খেদমত ও তালীম-তাবলীগের বিনিময়ে কারো থেকে কোন পারিশ্রমিকও গ্রহণ করেন না। তাদের প্রতিদান একমাত্র আল্লাহ তা'আলারই দায়িত্বে। কাজেই তাদের দৃষ্টিতে ধনী-দরিদ্র এক সমান। তাই আপনারা এমন অহেতুক আশঙ্কা পোষণ করবেন না যে, আমরা ধনসম্পদশালীরা যদি ঈমান আনি, তবে হয়তো আমাদের বিত্ত-সম্পদে ভাগ বসানো হবে।

দ্বিতীয়তঃ তাদের জানিয়ে দেওয়া হয়, আপনারা ঈমান আনার পূর্বশর্ত হিসাবে চাপ সৃষ্টি করছেন, যেন আমি দীন-দরিদ্র মুমিনদের তাড়িয়ে দিই। কিন্তু আমার দিয়ে তা কখনোই সম্ভব না। কারণ, আর্থিক দিক দিয়ে তারা দরিদ্র হলেও আল্লাহর নিকট তাদের উচ্চমর্যাদা রয়েছে। এমন লোকদের তাড়িয়ে দেওয়া অন্যায় ও অসংগত।

তিনি বলেন, তোমরা তোমাদের দৃষ্টিতে দরিদ্র মুমিনদের যেরূপ লাঞ্ছিত, ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র দেখছো, আমি কিন্তু তোমাদের মতো একথা বলতে পারি না যে, আল্লাহ তাদের কোন কল্যাণ ও কামিয়াবী দান করবেন না। কারণ, প্রকৃত কল্যাণ ও কামিয়াবী ধনসম্পদ ও ক্ষমতার জোরে হাসিল করা যায় না। বরং মানুষের অন্তরের অবস্থা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে তা দান করা হয়। আর এ ব্যাপারে একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই অবহিত আছেন যে, কল্যাণ

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

ও কামিয়াবী হাসিল করার জন্য কার অন্তর যোগ্য আর কার অন্তর অযোগ্য। অতএব তিনিই তার ফায়সালা করবেন।

পরিশেষে হযরত নূহ 'আলাইহিস সালাম বললেন, তোমাদের মতো আমিও যদি দরিদ্র মুমিনদের লাঞ্ছিত-অবাঞ্ছিত মনে করি, তা হলে আমিও জালিমরূপে পরিগণিত হবো।

অবাধ্য জাতি এতোসব নসীহতের পরেও দাওয়াত কবুল করার পরিবর্তে উল্টো নূহ 'আলাইহিস সালামের উপর নানাবিধ নির্যাতন চালাতে লাগল। হযরত নূহ 'আলাইহিস সালামকে দীন প্রচার করতে গিয়ে কওমের লোকদের কাছে যে জুলুম-অত্যাচার সহ্য করতে হয়েছে, তার কোন তুলনা নেই। কিন্তু তিনি তা নীরবেই সয়ে গেছেন।

আল্লাহ তা'আলা হযরত নূহ 'আলাইহিস সালামকে প্রায় এক হাজার বছরের লম্বা জীবন দান করার সাথে সাথে তাওহীদের দিকে দাওয়াত দেওয়া ও দেশবাসীকে সুপথে পরিচালিত করার চিন্তাভাবনা এবং নবীসুলভ উৎসাহ-উদ্দীপনা এতদূর দান করেছিলেন যে, সারা জীবন তিনি অক্লান্তভাবে নিজ জাতিকে তাওহীদ ও সত্যধর্মের প্রতি আহ্বান জানিয়েছিলেন। কিন্তু কওমের পক্ষ থেকে তিনি কঠিন নির্যাতন-নিপীড়নের সম্মুখীন হন। তার উপর প্রস্তর বর্ষণ করা হয়। এমনকি তিনি অনেক সময় বেদীনদের নির্যাতনের ফলে রক্তাক্ত হয়ে বেহুঁশ হয়ে পড়তেন। অতঃপর হুঁশ ফিরে এলে দু'আ করতেন, আয় আল্লাহ, আমার জাতিকে ক্ষমা করুন। তাদের হিদায়াত দান করুন। তারা অজ্ঞ, মূর্খ। তারা জানে না, বোঝে না।

এব্যাপারে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত আছে, নূহ ‘আলাইহিস সালাম বেদীন সম্প্রদায়ের প্রহারের চোটে অচেতন হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়তেন। এরপর তারা তাকে একটি কম্বলে জড়িয়ে ঘরে রেখে যেত। তারা মনে করতো, তিনি মরে গেছেন। কিন্তু পরের দিন যখন চেতনা ফিরে আসত, তখন সম্প্রদায়কে আবার আল্লাহ তা‘আলার দিকে দাওয়াত দিতেন এবং দীনের প্রচারকার্যে আত্মনিয়োগ করতেন।

মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক রহ. উবায়েদ ইবনে আমর লাইসী রহ. থেকে বর্ণনা করেন, তিনি এই সংবাদ পেয়েছেন যে, হযরত নূহ ‘আলাইহিস সালামের সম্প্রদায় তার গলা টিপে ধরতো। ফলে তিনি জ্ঞান হারিয়ে ফেলতেন। আবার জ্ঞান ফিরে এলে, তিনি এই দু‘আ করতেন,

رَبِّ اغْفِرْ لِقَوْمِي فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ.

অর্থঃ হে আমার পালনকর্তা, আমার সম্প্রদায়কে ক্ষমা করুন। কারণ, ওরা অবুঝ।

এই কাফেররা নিজেরা তো উৎপীড়ন করতোই, উপরন্তু জনপদের বদমাইশ ও দুষ্টলোকদেরও নূহ ‘আলাইহিস সালামের পিছনে লেলিয়ে দিতো।

পরিশেষে আল্লাহ তা‘আলা হযরত নূহ ‘আলাইহিস সালামকে সান্তনা দিয়ে ওহী নাযিল করলেন, আপনার সম্প্রদায়ের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে, তাদের ছাড়া নতুন করে কেউ ঈমান আনবে না। কুরআন মজীদের নিম্নোক্ত আয়াতে সে কথাই বর্ণনা করা হয়েছে,

وَاُوْحِيَ اِلٰى نُوْحٍ اَنَّهٗ لَنْ يُّؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ اِلَّا مَنْ قَدْ اٰمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ○

অর্থঃ নুহের প্রতি ওহী অবতীর্ণ হলো, যারা ইতিমধ্যেই ঈমান এনেছে, তাদের ছাড়া আপনার জাতির অন্য কেউ ঈমান আনবে না। অতএব, তাদের কার্যকলাপে বিমর্ষ হবেন না। (সূরা হুদ, আয়াত: ৩৬)

আল্লাহ তা'আলা নূহ 'আলাইহিস সালামকে সান্তনা দিলেন, ধৃষ্টতা ও হঠকারিতার কারণে তাদের অন্তর মোহরাঙ্কিত হয়ে গেছে। তাই আপনি তাদের জন্য অনুশোচনা করবেন না। তারা আপনার সাথে যেসব দুর্ব্যবহার করেছে, আপনি তাতে দুশ্চিন্তায় ভুগবেন না। কারণ, যতক্ষণ পর্যন্ত কারো সংশোধনের আশা থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত চিন্তা-অস্থিরতা থাকে। অপরদিকে নিরাশ হওয়ার মধ্যেও একপ্রকার শান্তি রয়েছে। অতএব, আপনি তাদের সংশোধনের আশা ছেড়ে দিন।

তখন নৈরাশ্যের পর্যায়ে পৌঁছে হযরত নূহ 'আলাইহিস সালামের মুখে তার কওম সম্পর্কে এ কথা উচ্চারিত হয়েছিল,

وَ قَالَ نُوحٌ رَّبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْاَرْضِ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ دَيَّارًا ○ اِنَّكَ اِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّوْا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوْٓا اِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا○

অর্থঃ হে আমার প্রতিপালক, এখন এই কাফেরদের মধ্যে পৃথিবীর বুকে বসবাসকারী কাউকে রাখবেন না। যদি তাদের রাখেন, তবে তারা আপনার বান্দাদের পথভ্রষ্ট করে দিবে এবং তাদের ভবিষ্যত বংশধররাও অবাধ্য ও কাফের হবে। (সূরা নূহ, আয়াত: ২৬-২৭)

কওমের নুহের প্রতি আল্লাহর আযাব

হযরত নূহ ‘আলাইহিস সালামের এই দু‘আ কবুল হলো। ফলে আল্লাহ তা‘আলা তার প্রতি ওহী পাঠালেন, অচিরেই আমি এ জাতির উপরে মহাপ্লাবন আকারে আযাব অবতীর্ণ করবো। কাজেই আপনি একটি নৌকা তৈরি করুন, যার মধ্যে আপনার পরিবার, অনুসারীবৃন্দ ও প্রয়োজনীয় রসদপত্র ও উপকরণসহ স্থানসংকুলান হয়। যাতে তাতে আরোহণ করে প্লাবনের দিনগুলো নিরাপদে অতিবাহিত করতে পারেন। পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতে এ কথাই ব্যক্ত করা হয়েছে,

وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِاَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِىْ فِى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا اِنَّهُمْ مُّغْرَقُوْنَ ○

অর্থঃ আপনি আমার দৃশ্যপটে এবং আমারই নির্দেশ মোতাবেক একটি নৌকা তৈরি করুন। আর পাপিষ্ঠদের ব্যাপারে আমাকে কোন কথা বলবেন না। অবশ্যই তারা ডুবে যাবে। (সূরা হুদ, আয়াত: ৩৭)

হযরত নূহ ‘আলাইহিস সালামকে যখন নৌকা তৈরীর নির্দেশ দেওয়া হলো, তখন তিনি নৌকাও চিনতেন না, বানাতেও জানতেন না। তাই উল্লিখিত আয়াতে আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেছেন,

وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِاَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا

অর্থঃ আপনি নৌকা তৈরি করুন আমার তত্ত্বাবধানে ও ওহী অনুসারে।

হাদীস শরীফে আছে, নৌকা তৈরি করার জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ ও নির্মাণ-কৌশল ওহীর মাধ্যমে হযরত জিবরাইল ‘আলাইহিস সালাম হযরত নূহ ‘আলাইহিস সালামকে শিক্ষা

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

দিয়েছিলেন। হযরত নূহ ‘আলাইহিস সালাম শাল কাঠ দিয়ে উক্ত নৌকা তৈরি করেছিলেন।

আল্লাহ তা‘আলা হযরত নূহ ‘আলাইহিস সালামকে নৌকার নির্মাণ-পদ্ধতি ও কলা-কৌশল শিক্ষাদানের সাথে সাথে জানিয়ে দেন, আপনার কওমের উপর আমার আযাব এক মহাপ্লাবন আকারে আসবে। তারা সবাই তাতে ডুবে মরবে। তখন আপনি স্নেহপরবশ হয়ে তাদের জন্য কোন দু‘আ বা সুপারিশ যেন না করেন।

কোন কোন ঐতিহাসিক-সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, নৌকাটি তিনশ গজ লম্বা, পঞ্চাশ গজ প্রস্থ, ত্রিশ গজ উচ্চ ও তিনতলাবিশিষ্ট ছিল। তার দুই পাশে অনেকগুলো জানালা ছিল। এভাবে ওহীর মাধ্যমে হযরত নূহ ‘আলাইহিস সালামের হাতে নৌকা ও জাহাজ-নির্মাণ শিল্পের গোড়াপত্তন হয়েছিল। অতঃপর যুগে যুগে তার উন্নতি সাধিত হয়ে চলেছে।

আল্লাহর আদেশক্রমে হযরত নূহ ‘আলাইহিস সালাম যখন নৌকা নির্মাণকাজে ব্যস্ত ছিলেন, তখন তার পাশ দিয়ে পথ অতিক্রমকালে কওমের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা তাকে জিজ্ঞেস করতো, আপনি কী করছেন? তিনি উত্তর দিতেন, অনতিবিলম্বে এক মহাপ্লাবন হবে। তাই নৌকা তৈরি করছি। তখন তারা বলত, “এখানে তো পান করার মতো পানিও দুর্লভ। তা হলে আপনি কি ডাঙ্গা দিয়ে নৌকা চালাবার ফিকিরে আছেন?” হযরত নূহ ‘আলাইহিস সালাম বললেন, “যদিও আজ তোমরা আমাদের নিয়ে উপহাস করছো, কিন্তু মনে রাখবে, সেদিন দূরে নয়, যেদিন আমরাও তোমাদের নিয়ে উপহাসের প্রয়াস পাবো। অর্থাৎ

TOP

GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

তখন তোমরাই উপহাসের পাত্র হবে। পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতে এ কথারই বর্ণনা দেওয়া হয়েছে,

وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّنْ قَوْمِهِ سَخِرُوْا مِنْهُ قَالَ اِنْ تَسْخَرُوْا مِنَّا فَاِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُوْنَ○

অর্থঃ তিনি নৌকা তৈরি করতে লাগলেন। তার কওমের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা যখন পাশ দিয়ে যেত, তখন তাকে বিদ্রুপ করতো। উত্তরে তিনি বললেন, তোমরা যদি আমাদের নিয়ে উপহাস করো, তবে মনে রাখবে, তোমরা যেমন উপহাস করছো, আমরাও অনুরূপ তোমাদের নিয়ে একদিন উপহাস করবো। (সূরা হুদ, আয়াত: ৩৮)

বস্তুত নবীগণ কখনও ঠাট্টা-বিদ্রুপ করেন না। কাউকে উপহাস করা তাদের শান ও মর্যাদার পরিপন্থী। বরং কাউকে নিয়ে বিদ্রুপ করা ইসলামের দৃষ্টিতে হারাম। এ সম্পর্কে কুরআন মজীদে ইরশাদ হয়েছে,

لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسٰى اَنْ يَّكُوْنُوْا خَيْرًا مِّنْهُمْ

অর্থঃ এক সম্প্রদায় আরেক সম্প্রদায়কে উপহাস করবে না। হতে পারে, উপহাসকারীদের চেয়ে যাদের উপহাস করা হচ্ছে (আল্লাহর কাছে) তারাই শ্রেষ্ঠতর। (সূরা হুজরাত, আয়াত: ১১)

সুতরাং পূর্বোক্ত আয়াতে উপহাস প্রসঙ্গে প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে। এখানে এর অর্থ হলো কাজের মাধ্যমে জবাব দেওয়া। সেমতে "আমরা তোমাদের নিয়ে উপহাস করবো" বাক্যের অর্থ

হলো "তোমরা যখন আযাবে পতিত হবে তখন আমরা তোমাদের বলবো, এটা তোমাদের উপহাসের মর্মান্তিক পরিণতি।"

যেভাবে আযাব এলো

পরিশেষে যখন আল্লাহ তা'আলার ফায়সালা কার্যকর করার সময় হলো, তখন প্লাবনের প্রথম আলামত হিসাবে উনুন বা তন্দুর থেকে পানি উথলে উঠতে লাগল। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

حَتّٰٓى اِذَا جَآءَ اَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّوْرُ

অর্থঃ এমনকি যখন আমার হুকুম এসে পৌঁছুলো এবং ভূপৃষ্ঠ বা তন্দুর উচ্ছ্বাসিত হয়ে উঠলো।

اَلتَّنُّوْرَ শব্দের একাধিক অর্থ রয়েছে। ভূপৃষ্ঠকেও تَنُّوْر বলা হয়, রুটি পাকানোর তন্দুরকেও এবং যমিনের উঁচু অংশকেও تَنُّوْر বলে। তাই তাফসীরকার ইমামগণের কারো কারো মতে, উল্লিখিত আয়াতে تَنُّوْر অর্থ ভূপৃষ্ঠ। কেউ কেউ বলেন, تَنُّوْر বলে হযরত আদম 'আলাইহিস সালামের রুটি পাকানোর তন্দুরকে বুঝানো হয়েছে, যা সিরিয়ার "আইনে অরদাহ" (عين وردة) নামক স্থানে অবস্থিত রয়েছে। উক্ত তন্দুরের ভিতর থেকেই সর্বপ্রথম পানি উঠতে শুরু করেছিল। কেউ কেউ বলেন, এখানে হযরত নূহ 'আলাইহিস সালামের তন্দুরকে বুঝানো হয়েছে, যা কুফা শহরের এক প্রান্তে অবস্থিত ছিল।

আল্লামা কুরতুবী রহ. বলেন, تَنُّوْر শব্দের ব্যাখ্যায় বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হলেও আসলে কোন দ্বন্দ্ব নেই। কেননা, প্লাবন যখন

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

শুরু হয়েছিল, তখন রুটি পাকানোর তন্দুর থেকেও পানি উঠেছে, সমতল ভূমি থেকেও উঠেছে, আর উঁচু যমিন থেকেও পানি উঠেছে। তেমনিভাবে সিরিয়ায় আইনে অরদার তন্দুর থেকেও পানি উঠেছে এবং কুফার তন্দুর থেকেও উঠেছে। এভাবে অল্প সময়েই সব একাকার হয়ে গিয়েছে।

তুফান শুরু হওয়ামাত্র হযরত নূহ ‘আলাইহিস সালামকে হুকুম দেওয়া হলো মুমিন পরিবার ও পৃথিবীর সকল কিছু জোড়া জোড়া করে নৌকায় তুলে নিতে। আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেন,

قُلْنَا احْمِلْ فِيْهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَاَهْلَكَ اِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ اٰمَنَ وَمَا اٰمَنَ مَعَهٗٓ اِلَّا قَلِيْلٌ

অর্থঃ আমি নূহ ‘আলাইহিস সালামকে বললাম, সর্বপ্রকার জোড়ার দুটি করে এবং যাদের উপরে আগেই হুকুম হয়ে গিয়েছে, তাদের বাদ দিয়ে আপনার পরিবার-পরিজন ও সকল ঈমানদারকে নৌকায় তুলে নিন। বস্তুত অতি অল্প সংখ্যক লোকই তার সাথে ঈমান এনেছিল। (সূরা হুদ, আয়াত: ৪০)

আল্লাহ তা‘আলার হুকুম মোতাবেক হযরত নূহ ‘আলাইহিস সালাম সকল মুমিনদের নৌকায় আরোহণ করালেন। আর প্রয়োজনীয় ঘোড়া, গাধা, গরু, ছাগল, কুকুর, বিড়াল ইত্যাদি সর্বপ্রকার প্রাণীর এক এক জোড়া নৌকায় তুলে নিলেন।

এর পরেই তার কাফের কওমের উপর মহাপ্লাবনের শাস্তি শুরু হয়ে গেল। সেদিনটি ছিল রজব মাসের দুই তারিখ। সেসময় আকাশ থেকে মুষলধারায় গরম বৃষ্টি বর্ষণ হতে লাগলো এবং নিচ থেকে ঠাণ্ডা পানির স্রোত অবিরলধারায় উৎসারিত হতে লাগলো। এসম্পর্কে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে,

فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُّنْهَمِرٍ ○ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا

অর্থঃ আমি মুষলধারায় বর্ষণের সাথে সাথে আসমানের দরজা খুলে দিলাম এবং যমিনকে ঝরণার মতো প্রবহমান করলাম। (সূরা কামার, আয়াত: ১১)

কোন কোন বর্ণনা মতে, এমতাবস্থায় একাধারে চল্লিশ দিন পর্যন্ত তুফান চলতে থাকে। তখন পানিতে সমস্ত জগত থৈ থৈ করতে লাগল। সবকিছু পানির নিচে তলিয়ে গেল। এভাবেই আল্লাহ তা'আলা নূহ 'আলাইহিস সালামের সম্প্রদায়কে যমিন থেকে ধ্বংস ও নিশ্চিহ্ন করে দিলেন। আর হযরত নূহ 'আলাইহিস সালামসহ কিশতীতে অর্থাৎ নৌকাতে আরোহণকারী মুমিনদের আল্লাহ তা'আলা নিজ কুদরতে হেফাজত করলেন।

জাহাজে আরোহণকারীদের সঠিক সংখ্যা পবিত্র কুরআন ও হাদীসে নির্দিষ্ট করে কোথাও উল্লেখ করা হয়নি। তবে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত আছে, তাদের মোট সংখ্যা ছিল আশিজন, যাদের মধ্যে হযরত নূহ 'আলাইহিস সালামের তিন পুত্র হাম, সাম, ইয়াফেস এবং তাদের তিনজন স্ত্রীও ছিল।

নূহ 'আলাইহিস সালামের চতুর্থ পুত্র কিনআন কাফেরদের সাথে থাকায় সে ডুবে মরেছিল। হযরত নূহ 'আলাইহিস সালামের পরিজনবর্গ যখন কিশতীতে আরোহণ করলো, কিন্তু কিনআন বাইরে রয়ে গেল, তখন পিতৃসুলভ স্নেহবশতঃ হযরত নূহ 'আলাইহিস সালাম তাকে ডাক দিলেন। এই প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

وَنَادَىٰ نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَّعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ ○

TOP
Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

অর্থঃ নূহ ‘আলাইহিস সালাম তার পুত্রকে ডাক দিলেন। সে সরে ছিল। (তিনি বললেন,) প্রিয় বৎস, আমাদের সাথে আরোহণ করো এবং কাফেরদের সাথে থেকো না। (সূরা হুদ, আয়াত: ৪২)

কাফের ও দুশমনদের সাথে উক্ত ছেলের যোগসাজস ছিল এবং সে নিজেও কাফের ছিল। কিন্তু হযরত নূহ ‘আলাইহিস সালাম তার কাফের হওয়া সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে অবহিত ছিলেন না। তাই তাকে কিশতীতে চড়ার আহ্বান জানিয়েছিলেন।

অবশ্য যদি তিনি তার কুফরী সম্পর্কে অবহিত ছিলেন বলে সাব্যস্ত হয় তা হলে তার আহ্বানের মর্ম হবে, তিনি তাকে নৌকায় আরোহণের পূর্বশর্ত হিসাবে কুফরী থেকে তাওবা করে ঈমান আনার দাওয়াত দিয়েছিলেন এবং কাফেরদের সঙ্গ ত্যাগ করার উপদেশ দিয়েছিলেন।

কিন্তু হতভাগা কিনআন তখনও প্লাবনকে অগ্রাহ্য করে যা বলেছিল এবং নূহ ‘আলাইহিস সালাম যে জবাব দিয়েছিলেন এবং পরিণাম কী হয়েছিল, সে সম্পর্কে নিম্নোক্ত আয়াতে এভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে,

قَالَ سَاٰوِیۡۤ اِلٰی جَبَلٍ یَّعۡصِمُنِیۡ مِنَ الۡمَآءِ ؕ قَالَ لَا عَاصِمَ الۡیَوۡمَ مِنۡ اَمۡرِ اللّٰہِ اِلَّا مَنۡ رَّحِمَ ۚ وَ حَالَ بَیۡنَہُمَا الۡمَوۡجُ فَکَانَ مِنَ الۡمُغۡرَقِیۡنَ ○

অর্থঃ সে (কিনআন) বললো, আমি অচিরেই কোন পাহাড়ে আশ্রয় নিবো, যা আমাকে পানি থেকে রক্ষা করবে। নূহ ‘ আলাইহিস সালাম বললেন, আজকের দিনে আল্লাহর হুকুম থেকে কোন রক্ষাকারী নেই, একমাত্র তিনি (আল্লাহ) যাকে রক্ষা করবেন,

শুধু সে রক্ষা পাবে। এমন সময় উভয়ের মাঝে তরঙ্গ আঁড়াল হয়ে দাঁড়াল। ফলে সে ডুবে গেল। (সূরা হুদ, আয়াত: ৪৩)

বলাবাহুল্য, দূর থেকে পিতা-পুত্রের কথোপকথন চলছিল। এমন সময় সহসা এক উত্তাল তরঙ্গ উভয়ের মাঝে অন্তরালের সৃষ্টি করলো এবং কিনআনকে চিরতরে নিমজ্জিত করলো।

ঐতিহাসিক-সূত্রে জানা যায়, হযরত নূহ ‘ আলাইহিস সালামের সময় যে তুফান হয়েছিল ঐ তুফানের এক একটি ঢেউ বড় বড় পাহাড়ের চূড়া থেকে ১৫ গজ এবং কোন কোন বর্ণনামতে চল্লিশ গজ উচ্চতাবিশিষ্ট ছিল।

লম্বাসময় পর আল্লাহর হুকুমে প্লাবন সমাপ্ত হলো এবং জুদী পাহাড়ে নৌকা ভিড়লো। আর বলে দেওয়া হলো, কাফেররা চিরকালের জন্য আল্লাহর রহমত থেকে বিদূরিত হয়েছে।

হযরত নূহ ‘ আলাইহিস সালামের কওমের ধ্বংসের ব্যাপারে কুরআন মজীদে ইরশাদ হয়েছে,

مِّمَّا خَطِيٓـَٔاتِهِمْ أُغْرِقُوا۟ فَأُدْخِلُوا۟ نَارًا

অর্থঃ তারা তাদের গুনাহ (অর্থাৎ কুফর ও শিরকের কারণে) পানিতে নিমজ্জিত হয়েছে, অতঃপর আগুনে প্রবিষ্ট হয়েছে। (সূরা নূহ, আয়াত: ২৫)

পানিতে ডুবা ও আগুনে প্রবেশ করা বাহ্যত পরস্পর-বিরোধী আযাব হলেও আল্লাহর কুদরতের কাছে এটা অবাস্তব নয়। বলাবাহুল্য, এখানে আগুন দিয়ে জাহান্নামের আগুন বোঝানো হয়নি। কেননা, তাতে তো কিয়ামতের হিসাব-নিকাশের পরই

GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

প্রবেশ করবে। বরং এটা ছিল বরযখী আগুন। কুরআনে কারীম তাদের এই বরযখী আগুনে প্রবিষ্ট হওয়ার খবর দিয়েছে।

ঘটনা থেকে শিক্ষা

কুরআন মজীদে হযরত নূহ ‘আলাইহিস সালামের কাহিনী বর্ণনা করে কয়েকটি বিষয় ব্যক্ত করা হয়েছে।

১. আগের সকল পয়গামবরের দাওয়াত ও বিশ্বাসের মূলনীতি ছিল এক ও অভিন্ন। তা হলো আল্লাহর ইবাদত ও তাওহীদের দাওয়াত।

২. আল্লাহ তা‘আলা তার পয়গামবরগণের সাহায্য ও সমর্থন কিভাবে চমৎকারভাবে করেন, তার দৃষ্টান্ত এখানে রয়েছে যে, পাহাড়ের সুউচ্চ চূড়া পর্যন্ত উঁচু প্লাবনের মধ্যেও তাদের নিরাপত্তার কোন সমস্যা হয়নি।

৩. পয়গামবরগণের প্রতি মিথ্যা আরোপ করা আল্লাহর আযাব ডেকে আনারই নামান্তর। পূর্ববর্তী উম্মতরা যেমন নবীদের প্রতি মিথ্যা আরোপ করার কারণে আযাবে গ্রেফতার হয়েছে, পরবর্তী বা একালেও এরূপ করলে, তেমনিভাবে আযাব ও গজবে নিপতিত হওয়া অবশ্যম্ভাবী।

সুতরাং হযরত নূহ ‘আলাইহিস সালামের দীনী দাওয়াতী কর্মতৎপরতা থেকে শিক্ষা নিয়ে আমাদের দীনের দাওয়াত ও মেহনতের সাথে নিরলসভাবে ব্যাপৃত হওয়া, সেই সাথে নূহ ‘আলাইহিস সালামের কওমের নাফরমানীর পরিণাম দেখে ভীত হয়ে আল্লাহর ইবাদতের দিকে ও দীনের প্রতি এগিয়ে আসা এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নাফরমানী থেকে দূরে থাকা কর্তব্য।

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

আল্লাহ আমাদের সকলকে কবুল করেন। আমীন।

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store